দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর তেতাল্লিশ

বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে 'উজাড়ের জঘন্য বস্তু'র প্রতীকী তাৎপর্যের উদ্ঘাটন

Jeff Pippenger

2024-01-07

পৌত্তলিক রোমকে সেই শক্তি হিসেবে পল চিহ্নিত করেছিলেন, যা ৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে পোপতন্ত্রের ক্ষমতায় আরোহন করা পর্যন্ত তাকে রোধ করে রেখেছিল; এই চিহ্নিতকরণই এমন প্রমাণে পরিণত হয়েছিল, যার দ্বারা উইলিয়াম মিলার বুঝতে পেরেছিলেন যে দানিয়েলের পুস্তকে ‘দৈনিক’ বলতে পৌত্তলিকতাকেই বোঝানো হয়েছে। উইলিয়াম মিলারের কাঠামোটি ভিত্তি পেয়েছিল দুটি ধ্বংসাত্মক শক্তির ধারণায়—প্রথমে পৌত্তলিকতা, পরে পোপতন্ত্র। সেই কাঠামোকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে মিলারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল থেসালোনিকীয়দের প্রতি দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পলের সাক্ষ্য, যেখানে পল চিহ্নিত করেন যে পৌত্তলিক রোম দ্বারা পোপতন্ত্রের উপর আরোপিত যে বাধা ছিল তা অপসারিত হবে, যাতে ‘পাপের মানুষ’ ঈশ্বরের মন্দিরে আসীন হতে পারে এবং নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রদর্শন করতে পারে।

দানিয়েলের পুস্তকে, 'the daily' নামে পৌত্তলিকতাকে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীকটির পর সবসময় পোপতন্ত্রের একটি প্রতীক আসে—সেটি 'উজাড়ের অপরাধ' হোক বা 'উজাড়ের ঘৃণ্যতা' হিসেবে। তবু খ্রিস্ট যখন খ্রিস্টানদের জেরুসালেমের অবরোধ ও ধ্বংসের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন—যা খ্রিস্টাব্দ ৬৬ থেকে ৭০-এর সাড়ে তিন বছরের সময়কালে ঘটেছিল—তখন তিনি 'নবী দানিয়েলের কথিত "উজাড়ের ঘৃণ্যতা"'-কে জেরুসালেমে থাকা খ্রিস্টানদের জন্য অবিলম্বে পালিয়ে যাওয়ার চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। ইতিহাস নির্দেশ করে যে সেই চিহ্নটি পোপতান্ত্রিক রোমের প্রতীক নয়, বরং পৌত্তলিক রোমের প্রতীক ছিল। অবরোধ ও ধ্বংস এড়াতে হলে বিশ্বাসীদের সেই চিহ্নটি চিনতে হতো। তাহলে 'নবী দানিয়েলের কথিত "উজাড়ের ঘৃণ্যতা"' কি পৌত্তলিক রোমের প্রতীক, নাকি পোপতান্ত্রিক রোমের?

> অতএব যখন তোমরা দেখবে যে ‘উজাড়ের ঘৃণ্য বস্তু’, যা ভবিষ্যদ্বক্তা দানিয়েল বলেছেন, পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে আছে—(যে পড়ে, সে যেন বুঝতে পারে:)—তখন যিহূদিয়ায় যারা আছে তারা পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যাক। যে ছাদের উপর আছে, সে নিজের ঘর থেকে কিছু নিতে নেমে না আসুক। আর যে ক্ষেতেতে আছে, সে যেন তার পোশাক নিতে ফিরে না যায়। আর হায়, সেই দিনগুলিতে গর্ভবতীদের এবং যারা শিশুকে দুধ পান করায় তাদের জন্য! কিন্তু প্রার্থনা কর, যাতে তোমাদের পলায়ন শীতকালে না হয়, না বিশ্রাম-দিনে। কারণ তখন এমন মহা ক্লেশ হবে, যেরূপ জগতের আদি থেকে এ পর্যন্ত হয়নি, আর কখনও হবে না। আর যদি সেই দিনগুলি সংক্ষিপ্ত না করা হতো, তবে কেউই রক্ষা পেত না; কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনগুলি সংক্ষিপ্ত করা হবে। মথি ২৪:১৫-২২।

সিস্টার হোয়াইট মন্তব্য করেন যে ৬৬ থেকে ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুসালেম ধ্বংসের ইতিহাসে কীভাবে এই সতর্কবাণী পূর্ণ হয়েছিল, এবং তিনি চিহ্নিত করেন যে রোমান সেনাবাহিনীর পতাকা বা মানচিহ্ন ছিল জেরুসালেমে তখনো থাকা খ্রিস্টানদের পালিয়ে যাওয়ার সংকেত। তাহলে, ‘নবী দানিয়েলের বলা উজাড়ের ঘৃণ্য বস্তু’ কি ছিল পৌত্তলিক রোম, নাকি মিলার যাঁর

ভিত্তিতে তাঁর ব্যাখ্যাকাঠামো গড়েছিলেন সেই মতে পাপাল রোম?

উইলিয়াম মিলার রোমের উভয় রূপ—পৌত্তলিক, তারপর পোপীয়—বোঝার দিকে পরিচালিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যে ইতিহাসের মধ্যে বাস করতেন, তা তাঁকে উভয় রাজ্যকে এক রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য করেছিল। এবং অবশ্যই, তারা এক রাজ্য; তবে তারা দুটি ধারাবাহিক রাজ্যকেও প্রতিনিধিত্ব করে। ১৭৯৮ সালের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের দ্বারা বাধ্য হয়ে, মিলারকে রোমকে মূলত এক রাজ্য হিসেবেই বিবেচনা করতে হয়েছিল। ১৭৯৮ সালে, মিলার বিশ্বাস করতেন যে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন প্রায় পঁচিশ বছর পরে ঘটবে। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে ১৭৯৮ সালে পোপীয় রোম একটি মরণঘাতী ক্ষত পেয়েছিল। মিলারের কাছে, পোপীয় রোমের পর আর কোনো পার্থিব রাজ্য আসার কথা ছিল না, কারণ খ্রিস্ট শীঘ্রই ফিরে আসতে চলেছিলেন।

মিলার যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ছিলেন, সেখানে তিনি বুঝেছিলেন যে দানিয়েল পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূর্তিটি চারটি পার্থিব রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ দানিয়েল সেই কথাই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

> আর চতুর্থ রাজ্যটি লোহার মতোই শক্তিশালী হবে; কারণ লোহা সবকিছুকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ও বশীভূত করে; এবং যেমন লোহা এগুলো সবকিছুকে ভেঙে দেয়, তেমনি সেটি খণ্ড খণ্ড করে চূর্ণ করবে। আর তুমি যে পা ও পায়ের আঙুল দেখেছিলে—তার এক অংশ কুমারের মাটি এবং এক অংশ লোহা—রাজ্যটি বিভিক্ত হবে; তবুও তাতে লোহার শক্তি থাকবে, কারণ তুমি দেখেছিলে লোহা আঠালো কাদার সঙ্গে মিশ্রিত। দানিয়েল ২:৪০, ৪১।

মিলার বুঝেছিলেন যে কেবল চারটি রাজ্যই ছিল, এবং চতুর্থ ও শেষ রাজ্য ছিল রোম, যা ইতিহাস থেকে তিনি জানতেন—প্রথমে ছিল পৌত্তলিক রোম, এরপর পোপীয় রোম। দানিয়েলের বাণীর সাথে সঙ্গতি রেখে মিলারের মতে চতুর্থ রাজ্যটি "বিভিক্ত" ছিল, কিন্তু মিলারের মতে এই বিভাজনটি কেবল রোমের রাজ্যের আক্ষরিক ও আধ্যাত্মিক দিকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করত। তিনি সঠিক ছিলেন, তবে তাঁর উপলব্ধি সীমাবদ্ধ ছিল।

মিলার বুঝতে পারেননি যে পৌত্তলিক রোম ও পাপাল রোমের বিভাজনটি সেই বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে ছিল, যেটি চিহ্নিত করার জন্য পলকে উত্থাপন করা হয়েছিল। পল (এবং বাপ্তিস্মদাতা যোহন) চিহ্নিত করেছিলেন যে ক্রুশের সময়কালে আক্ষরিক থেকে আত্মিকে রূপান্তর ঘটার কথা ছিল। ওই বোঝাপড়া না থাকায় মিলারকে মেনে নিতে হয়েছিল যে রোম মূলত একটিই রাজ্য, যার দুটি পর্যায় আছে। এবং অবশ্যই, তিনি সঠিক ছিলেন (তবে সীমিতভাবে)। তিনি দেখতে পারেননি যে আত্মিক রোমকে আক্ষরিক বাবিল দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়েছিল, কারণ আত্মিক রোম (পোপতন্ত্র) একইসাথে আত্মিক বাবিলও বটে।

আক্ষরিক বাবিল, দানিয়েল গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত চার রাজ্যের মধ্যে প্রথম হিসেবে, চতুর্থ রাজ্যের প্রতিরূপ ছিল; কারণ প্রথমটি সর্বদা শেষেটির প্রতিরূপ নির্দেশ করে। পৌত্তলিক রোমকে বাবিল দ্বারা প্রতিরূপায়িত করা হয়েছিল, কিন্তু পৌত্তলিক রোম ও বাবিল উভয়ই আধ্যাত্মিক রোমকে (পোপতন্ত্র) প্রতিরূপায়িত করেছিল। অতএব পোপতন্ত্র ছিল পঞ্চম রাজ্য, এবং সেটি বাবিল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। এটাই সেই মৌলিক কারণ, যার জন্য সিস্টার হোয়াইট আক্ষরিক ইস্রায়েলের বাবিলনে সত্তর বছরের বন্দিদশাকে আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলের আধ্যাত্মিক বাবিলনে এক হাজার দুইশো ষাট বছরের বন্দিদশার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

"অবিরাম নির্যাতনের এই দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীতে ঈশ্বরের মণ্ডলী যেমন সত্যিই বন্দিত্বে ছিল, তেমনি নির্বাসনের সময় ইস্রায়েলের সন্তানরা বাবিলে বন্দী ছিল।" ভবিষ্যদ্বক্তা ও রাজারা, ৭১৪।

অতএব মিলারের কাছে, পৌত্তলিক রোমকে আরও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতাগুলিকে পাপাল রোমের সঙ্গে অদলবদল করতে কোনো সমস্যা ছিল না। আমরা সামনে উদাহরণ দেব; তবে যদি আমরা বুঝি যে মিলার পৌত্তলিক ও পাপাল রোমকে একটিই রাজ্য হিসেবে দেখতেন, তাহলে বোঝা যায় কেন যিশু যখন 'নির্জনতার জঘন্যতা, যার কথা নবী দানিয়েল বলেছেন'—এর উল্লেখ করেন, তখন মিলারের কাছে তা পৌত্তলিক রোমের পরিপূর্ণতা হিসেবে মানতে কোনো অসুবিধা ছিল না; একই সঙ্গে তিনি দানিয়েলের বইয়ে 'নির্জনতার জঘন্যতা'—এই অভিব্যক্তিটিকে পাপাল রোমের প্রতীক হিসেবে বুঝতেন। মিলার উজাড়কারী তিনটি শক্তিকে দেখতে পারেননি, আর এই কারণেই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাঠামোটি যথার্থ হলেও সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু খ্রিস্টাব্দ ৬৬ সালের ঐতিহাসিক পরিপূরণ সংক্রান্ত অসামঞ্জস্যটিকে আমরা কীভাবে বুঝব—যখন খ্রিস্টের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণস্বরূপ পৌত্তলিক রোম মন্দিরের পবিত্র প্রাঙ্গণে নিজেদের সেনাধ্বজা স্থাপন করেছিল? 'ধ্বংসের জঘন্য বস্তু, যা ভবিষ্যদ্বক্তা দানিয়েল বলেছেন,'—এটি কি পৌত্তলিক রোমের প্রতীক, না পোপীয় রোমের? আপনি দুটির বদলে তিনটি উজাড়কারী শক্তিকে চিহ্নিত করলে, ওই দ্বিধার উত্তরটি বেশ সহজ হয়ে যায়। আমাদের শুরু করা উচিত যিরূশালেমের ধ্বংস সম্বন্ধে খ্রিস্টের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণ নিয়ে সিস্টার হোয়াইটের ব্যাখ্যা দিয়ে।

ইহুদিদের দ্বারা খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধকরণের সঙ্গে জেরুজালেমের ধ্বংস জড়িত ছিল। ক্যালভারিতে ঝরা রক্তই ছিল সেই ভার, যা তাদেরকে এ জীবনেও এবং আগত জগতেও ধ্বংসের অতলে ডুবিয়েছে। তেমনি হবে সেই মহা চূড়ান্ত দিনে, যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ওপর বিচার নেমে আসবে। খ্রিষ্ট, যিনি তাদের কাছে আপত্তির শিলা, তখন তাদের কাছে প্রতিশোধপরায়ণ পর্বতের মতো আবির্ভূত হবেন। তাঁর মুখমণ্ডলের মহিমা, যা ধার্মিকদের জন্য জীবন, অধার্মিকদের জন্য হবে ভস্মকারী অগ্নি। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত, অনুগ্রহ অবজ্ঞাত—এই কারণেই পাপী বিনষ্ট হবে।

অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও বারবার সতর্কবাণীর মাধ্যমে যীশু দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে ইহুদিদের কী পরিণতি হবে। এই কথাগুলির দ্বারা তিনি সব যুগের তাদের সকলের সঙ্গেই কথা বলছিলেন, যারা তাঁকে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। প্রতিটি সতর্কবাণীই তাদের জন্য। অপবিত্রকৃত মন্দির, অবাধ্য পুত্র, অবিশ্বস্ত ভাড়াটে কৃষক, অবজ্ঞাকারী নির্মাতারা—প্রত্যেকে পাপীর অভিজ্ঞতায় এদের প্রতিরূপ রয়েছে। যদি সে পশ্চাত্তাপ না করে, তবে তারা যে ধ্বংসের পূর্বাভাস দিয়েছিল, তা-ই তার হবে। দ্য ডিজায়ার অব এজেস, ৬০০।

যখন পৌল আক্ষরিক থেকে আধ্যাত্মিকের রূপান্তরকে চিহ্নিত করেন, তিনি উল্লেখ করেন যে তা ঘটেছিল ক্রুশবিদ্ধতার সময়কালে; এবং লক্ষণীয় যে যিরূশালেমের ধ্বংস সরাসরি ক্রুশের সঙ্গে সম্পর্কিত। আক্ষরিক যিরূশালেমের ধ্বংস, যা প্রথমে আক্ষরিক বাবিল দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, শেষবার সম্পন্ন হয়েছিল আক্ষরিক রোম দ্বারা, কারণ যিশু সর্বদা শুরুতেই শেষকে উপস্থাপন করেন। পবিত্রস্থান ও বাহিনীকে পদদলিত করা, যা বাবিলের মূর্তিপূজক শক্তির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, তার সমাপ্তি ঘটে রোমের মূর্তিপূজক শক্তির মাধ্যমে।

আধ্যাত্মিক যিরূশালেমের ওপর আধ্যাত্মিক পদদলন পাপীয় রোম দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, এবং ওই দুইটি পদদলনের সময়কাল (আক্ষরিক ও আধ্যাত্মিক) উভয়ই ঈশ্বরের লোকদের ওপর তৃতীয় ধ্বংসাত্মক শক্তির পদদলনের প্রতীকস্বরূপ; যা রোমের প্রসঙ্গে আধুনিক রোম নামে পরিচিত।

ঈশ্বরের জনগণকে অত্যাচার করে এমন তিনটি উজাড়কারী শক্তি আছে। পৌত্তলিকতার ড্রাগন; তারপর ক্যাথলিকধর্মের সমুদ্রপশু; তারপর যুক্তরাষ্ট্রের পৃথিবীপশু (মিথ্যা নবী)। পৌত্তলিকতা বিভিন্ন পৌত্তলিক শক্তির দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল, যারা আক্ষরিক ইস্রায়েলকে পদদলিত করেছিল। এরপর পোপতন্ত্র ৫৩৮ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত বারো শত ষাট বছর ধরে আত্মিক ইস্রায়েলকে পদদলিত করেছিল। ড্রাগন, পশু ও মিথ্যা নবীর ত্রিবিধ ঐক্যই আধুনিক রোম, এবং রবিবারের আইন সংকটের "ঘণ্টা" সময়ে সেটিও ঈশ্বরের জনগণকে পদদলিত করে। ড্রাগন, পশু ও মিথ্যা নবীর এই তিন উজাড়কারী শক্তি পৌত্তলিক রোম, পোপীয় রোম এবং আধুনিক রোম হিসেবেও উপস্থাপিত হয়।

প্রকাশিত বাক্য সতেরোর প্রেক্ষিতে, পৌত্তলিকতা হলো প্রথম চার রাজা; পঞ্চম রাজা হলো পোপত্ব, এবং ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম রাজারা হলো আধুনিক রোমের ত্রিবিধ ঐক্য।

> আর সেখানে সাত রাজা আছে: পাঁচজন পতিত হয়েছে, একজন আছে, এবং অন্যজন এখনো আসেনি; আর যখন সে আসবে, তাকে অল্পকাল স্থায়ী থাকতে হবে। আর যে পশু ছিল, আর নেই, সেই-ই অষ্টম, এবং সে সাতেরই একজন, এবং সে বিনাশে যায়। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১০, ১১।

দানিয়েল গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় অনুযায়ী, পৌত্তলিকতা হলো আক্ষরিক বাবিল থেকে আক্ষরিক রোম পর্যন্ত চারটি রাজ্যই। আধ্যাত্মিক বাবিল হলো পোপতন্ত্র (সোনার মস্তক), এবং ড্রাগন, পশু ও মিথ্যা ভাববাদীর ত্রিবিধ ঐক্য (আধুনিক রোম) প্রতীকায়িত হয়েছে আধ্যাত্মিক মিদীয়-পারস্য, আধ্যাত্মিক গ্রীস এবং আধ্যাত্মিক রোমের ত্রিবিধ ঐক্য দ্বারা (যার প্রাণঘাতী ক্ষত আরোগ্য লাভ করেছে)।

যখন যিশু "উজাড়ের ঘৃণ্য বস্তু, যা নবী দানিয়েল বলেছেন" বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন, তিনি খ্রিস্টানদের জন্য একটি নির্দিষ্ট "চিহ্ন" নির্দেশ করছিলেন, যা তিনটি রোমের প্রতিটিতে চেনা আবশ্যক। পৌত্তলিক রোম, পাপাল রোম এবং আধুনিক রোম—সবই ঈশ্বরের লোকদের নির্যাতন করে। ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে সেই নির্যাতনকে পবিত্রস্থান ও সেনাবাহিনীকে পদদলিত করার রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। নির্যাতনের তিনটি সময়পর্বের প্রতিটির জন্যই সেই নির্যাতন ঘনিয়ে আসার বিষয়ে যিশু সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন। রোমের কর্তৃত্বের সেই "চিহ্ন" যখন পবিত্রস্থানের মধ্যে স্থাপিত হলো, তখনই যিরুশালেম থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় এসে গিয়েছিল। যিশু "উজাড়ের ঘৃণ্য বস্তু" সম্পর্কে দানিয়েলের উক্তটিকে কোনো পার্থিব শক্তির প্রতীক হিসেবে নয়, বরং খ্রিস্টানদের চেনা দরকার এমন এক চিহ্নের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

> যীশু মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকা শিষ্যদের জানালেন যে ধর্মত্যাগী ইস্রায়েলের ওপর কী কী বিচার আসতে চলেছে; বিশেষত মশীহকে প্রত্যাখ্যান ও ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য তাদের উপর যে শাস্তিমূলক প্রতিশোধ আসবে তা সম্পর্কে। ভয়াবহ চূড়ান্ত পর্যায়ের আগে অসন্দিগ্ধ লক্ষণ দেখা দেবে। সেই ভীতিকর সময়টি হঠাৎ এবং দ্রুত এসে পড়বে। আর উদ্ধারকর্তা তাঁর অনুসারীদের সতর্ক করলেন: 'অতএব যখন তোমরা ভাববাদী দানিয়েলের উক্ত "উজাড়ের ঘৃণার বস্তু"-কে পবিত্র স্থানে দাঁড়াতে দেখবে (যে পড়ে, সে যেন বোঝে),

> তখন যারা যিহূদিয়ায় আছে, তারা পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যাক।’ মথি ২৪:১৫, ১৬; লূক ২১:২০, ২১। যখন শহরের প্রাচীরের বাইরে কয়েক ফারলং পর্যন্ত বিস্তৃত পবিত্র ভূমিতে রোমীয়দের মূর্তিপূজক পতাকা স্থাপন করা হবে, তখন খ্রিস্টের অনুসারীদের নিরাপত্তা থাকবে কেবল পালিয়ে যাওয়ায়। সতর্কতাসূচক সেই চিহ্ন দেখা মাত্র, যারা রক্ষা পেতে চায় তাদের এক মুহূর্তও দেরি করা চলবে না। যিরূশালেমে যেমন, তেমনি সমগ্র যিহূদিয়া দেশে, পালিয়ে যাওয়ার সেই সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে আনুগত্য করতে হবে। যদি কেউ আকস্মিকভাবে গৃহের ছাদে থাকে, তবে তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করার জন্যও ঘরে নেমে যাওয়া চলবে না। যারা ক্ষেতে বা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করছিল, দিনের গরমে শ্রম করার সময় যে চাদর খুলে রেখেছিল, সেটি আনতে ফিরে যাওয়ার জন্য সময় নেওয়া চলবে না। তারা এক মুহূর্তও দ্বিধা করবে না, নচেৎ তারা সার্বিক ধ্বংসের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ২৫।

উক্ত অংশে সিস্টার হোয়াইট "বিনাশের ঘৃণ্যতা"কে একটি "অসন্দিগ্ধ চিহ্ন" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন; এটি "রোমানদের মূর্তিপূজক পতাকা-চিহ্ন" দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল, যা তারা মন্দিরের "পবিত্র ভূমিতে" স্থাপন করেছিল। যিশু "বিনাশের ঘৃণ্যতা" কথাটি পৌত্তলিক বা পাপাল রোমের কোনো শক্তিকে উপস্থাপন করতে নয়, বরং একটি "চিহ্ন" হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। যখন সেই "চিহ্ন" মন্দিরের পবিত্র ভূমিতে স্থাপিত হলো, তখন খ্রিস্টানদের যিরূশালেম থেকে পালিয়ে যেতে বলা হয়েছিল "যেন তারা সামগ্রিক ধ্বংসে জড়িয়ে না পড়ে"। একই অংশে পরে সিস্টার হোয়াইট আরও উল্লেখ করেন যে ধ্বংসের কথা নির্দেশ করেছিল এমন খ্রিস্টের ভবিষ্যদ্বাণীর একাধিক পরিপূর্ণতা ছিল।

> যিরূশালেমের ওপর বিচার নেমে আসা সম্পর্কে ত্রাণকর্তার ভবিষ্যদ্বাণীর আর-একটি পরিপূর্তি হবে; যার ভয়াবহ উজাড় ছিল কেবলই এক ক্ষীণ ছায়া। নির্বাচিত নগরীর পরিণতিতে আমরা সেই বিশ্বের ধ্বংসাবসান দেখতে পাই, যে ঈশ্বরের দয়া প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁর বিধিকে পদদলিত করেছে। অপরাধে ডুবন্ত দীর্ঘ শতাব্দীগুলো ধরে পৃথিবী যে মানবদুর্দশা দেখেছে, তার ইতিহাস অতি অন্ধকারময়। এ সব ভাবলে হৃদয় বিমর্ষ হয়, মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। স্বর্গের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করার ফল ভয়াবহ হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতের প্রকাশে আরও অন্ধকার এক দৃশ্য দেখা যায়। অতীতের বিবরণ—অশান্তি, সংঘাত ও বিপ্লবের দীর্ঘ শোভাযাত্রা, ‘যোদ্ধার যুদ্ধ ... বিভ্রান্তিকর কোলাহল, আর রক্তে লথপথ বস্ত্র’ (যিশাইয় ৯:৫)—এগুলোই বা কী, সেই দিনের আতঙ্কের তুলনায়, যেদিন ঈশ্বরের সংযতকারী আত্মা দুষ্টদের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহৃত হবেন, আর মানব-বাসনার উদ্গীরণ ও শয়তানি ক্রোধের বিস্ফোরণকে আর সংযত করে ধরে রাখবেন না! তখন পৃথিবী, আগে কখনও যেমন দেখেনি, তেমনি শয়তানের শাসনের পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে।
>
> কিন্তু সেই দিনে, যিরূশালেমের ধ্বংসের সময় যেমন ছিল, ঈশ্বরের লোকেরা উদ্ধার পাবে—যাদের নাম জীবিতদের মধ্যে লেখা পাওয়া যাবে, প্রত্যেকেই। ইশাইয়া ৪:৩। খ্রিস্ট ঘোষণা করেছেন যে তিনি তাঁর বিশ্বস্তদের নিজের কাছে সমবেত করতে দ্বিতীয়বার আসবেন: ‘তখন পৃথিবীর সমস্ত গোত্র শোক করবে, এবং তারা মনুষ্যপুত্রকে স্বর্গের মেঘের মধ্যে শক্তি ও মহা মহিমা নিয়ে আসতে দেখবে। এবং তিনি তুরীর মহা ধ্বনির সঙ্গে তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠাবেন, আর তারা চার দিক থেকে, স্বর্গের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, তাঁর মনোনীতদের সমবেত করবে।’ মথি ২৪:৩০, ৩১। তখন যারা সুসমাচার মানে না তারা তাঁর মুখের শ্বাসে গ্রাসিত হবে এবং তাঁর আগমনের জ্যোতির দ্বারা বিনষ্ট হবে। ২ থেসোলনিকীয় ২:৮। প্রাচীন ইস্রায়েলের মতো দুষ্টরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে; তারা তাদের অধর্মের কারণে পতিত হয়। পাপময় জীবনের ফলে তারা নিজেদের

ঈশ্বররে সঙ্গে এতটাই অসামঞ্জস্যে স্থাপন করছে, তাদরে স্বভাব অশুভে এতটাই অধঃপতিত হয়ছে, যে তাঁর মহমিার প্রকাশ তাদরে কাছে এক ভস্মকারী অগ্নি।

মানুষ সতর্ক থাকুক, যনে তারা খ্রস্টিরে কথায় তাদরে প্রতি যে শক্ষিা পৌঁছছে তা অবহলো না করে। যমেন তনিি তাঁর শষ্যিদরে যরিূশালমেরে ধ্বংস সম্বন্ধে সাবধান করছেলিনে—আসন্ন সর্বনাশরে একটি চহ্নি দয়িে, যাতে তারা পালয়িে বাঁচতে পারে—তমেনই তনিি বশ্বিকে চূড়ান্ত ধ্বংসরে দনিরে বষিয়ে সতর্ক করছেনে এবং তার আগমনরে লক্ষণসমূহ দয়িছেনে, যাতে যারা ইচ্ছুক তারা আসন্ন ক্রোধ থকেে পালাতে পারে। যীশু ঘোষণা করনে: 'সূর্যে এবং চাঁদে ও নক্ষত্রসমূহে লক্ষণ দখো যাবে; আর পৃথবিীতে জাতসিমূহরে মধ্যে উদ্বগ্নিতা হবে।' লূক ২১:২৫; মথি ২৪:২৯; মার্ক ১৩:২৪-২৬; প্রকাশতি বাক্য ৬:১২-১৭। তাঁর আগমনরে এই পূর্বচহ্নিগুলি যারা দখে, তাদরে 'জানতে হবে যে তা নকিটে, দ্বাররে কাছইে।' মথি ২৪:৩৩। 'অতএব তোমরা জাগ্রত থকেো,'—এটাই তাঁর সতর্কবাণী। মার্ক ১৩:৩৫। যারা এই সতর্কবাণী মানে, তারা অন্ধকারে থাকবে না, যাতে সইে দনি অজান্তইে তাদরে ওপর এসে না পড়ে। কন্িতু যারা জাগ্রত থাকবে না, তাদরে জন্য 'প্রভুর দনি রাত্রতিে চোররে ন্যায় আসব।ে' ১ থষিলনীকীয় ৫:২-৫। The Great Controversy, 36, 37.

সস্টিার হোয়াইট যখন এই কথাগুলি লখিছেলিনে, তখন যরিূশালমেরে ধ্বংসরে একটি ভবষ্যিৎ পরপিূরণ এখনও বাকি ছলি। পৃথবিীর অন্তে আধুনকি রোমরে (ড্রাগন, পশু ও মথি্যা ভাববাদী) বরিুদ্ধে যে প্রতদিানমূলক বচিার কার্যকর করা হবে, তা আধ্যাত্মকি বাবলিনরে চূড়ান্ত পতনকে প্রতনিধিত্বি করে; তবে আধ্যাত্মকি বাবলিন (পোপতন্ত্র) ১৭৯৮ সালইে একবার পতিত হয়ছেলি। যরিূশালমেরে ধ্বংস একটি ধর্মত্যাগী গর্জিার উপর ঈশ্বররে প্রতদিানমূলক বচিারকে প্রতনিধিত্বি করে।

খ্রস্টিাব্দ ৬৬ থকেে ৭০-এর সাড়ে তনি বছরে যরিূশালমেরে যে ধ্বংস সংঘটতি হয়ছেলি, তা জগতরে অন্তে আধুনকি রোমরে (ড্রাগন, পশু ও মথি্যা ভাববাদী) ওপর নমেে আসা ঈশ্বররে প্রতদিণ্ডমূলক বচিার-প্রসূত ধ্বংসরে একটি পূর্বরূপ। যরিূশালমেরে অবরোধ ও ধ্বংস, যা খ্রস্টিাব্দ ৬৬ থকেে ৭০ পর্যন্ত পৌত্তলকিদরে হাতে সংঘটতি হয়ছেলি, ঠকি সাড়ে তনি বছর স্থায়ী হয়ছেলি।

পোপীয়তন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন আধ্যাত্মকি জরেুসালমেরে অবরোধ ও ধ্বংস সাড়ে তনি ভবষ্যিদ্বাণীমূলক বছর স্থায়ী ছলি, ৫৩৮ থকেে ১৭৯৮ পর্যন্ত। ঐ দুটি উদাহরণ আধুনকি রোম দ্বারা সৃষ্ট রববিার-আইন সংকটরে 'ঘণ্টা'য় জরেুসালমেরে অবরোধ ও ধ্বংসকে প্রতীকায়তি করে। জরেুসালমেরে তনিটি ধ্বংসরে মধ্যে শষেটি উল্টানো হয়ছে, যমেন দানয়িলেরে গ্রন্থে উপস্থাপতি হয়ছে।

দানয়িলে গ্রন্থ বাবলেরে দ্বারা যরিূশালমে বজিয় ও ধ্বংসরে ঘটনায় শুরু হয় এবং তা বাবলেরে বনিাশ ও যরিূশালমেরে বজিয়ে সমাপ্ত হয়। এই তনিটি যুদ্ধরে প্রত্যকেটতিে খ্রস্টিানদরে আসন্ন যুদ্ধ থকেে পালাতে জানানোর জন্য একটি করে চহ্নি দওেয়া হয়ছেলি। খ্রস্টিীয় ৬৬ সালে, সইে চহ্নিটি ছলি যখন পৌত্তলকি রোমরে সনোবাহনিী পবত্রিস্থানরে পবত্রি ভূমতিে তাদরে ধ্বজা (যুদ্ধপতাকা) স্থাপন করছেলি। ৫৩৮ খ্রস্টিাব্দে, তা ছলি যখন "পাপরে মানুষ" ঈশ্বররে মন্দরিে (খ্রস্টিীয় গর্জিা) বসে নজিকেে ঈশ্বর বলে দখেয়িে প্রকাশতি হয়ছেলি, যখন সে ওই বছরে অর্লয়েঁ-র কাউন্সলিে একটি রববিার-আইন পাশ করছেলি। রববিার পালনরে বাধ্যতামূলক প্রয়োগই পোপতন্ত্ররে মতে খ্রস্টিীয় জগতরে ওপর তাদরে কর্তৃত্বরে প্রমাণ, কারণ তারা (যথার্থভাবইে) বলে যে ঈশ্বররে বাক্যে রববিার-উপাসনার কোনো

ভিত্তি নিই, এবং তারা খ্রিস্টধর্মে রবিবারকে উপাসনার দিন হিসেবে প্রবর্তন করছে—এই সত্যটাই প্রমাণ করে যে তাদের পৌত্তলিক প্রথা ও রীতিনীতির কর্তৃত্ব বাইবেলের ঊর্ধ্বে।

খ্রিস্টাব্দ ৫৩৮ সালে, খ্রিস্টানদের রোমান গির্জা থেকে পৃথক হওয়া উচিত ছিল, শুধু এই কারণে নয় যে সেটি প্রকৃত অর্থে খ্রিস্টীয় গির্জা ছিল না, বরং এই কারণেও যে ঈশ্বরের গির্জার পবিত্র প্রাঙ্গণে পোপীয় কর্তৃত্বের চিহ্ন স্থাপন করা হয়েছিল। সিস্টার হোয়াইট সেই ইতিহাসের বিচ্ছেদের প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করেছেন, যা সেই সময়কালটির সূচনা করেছিল, যখন ঈশ্বরের গির্জা এক হাজার দুইশো ষাট বছরের জন্য অরণ্যে পালিয়ে গিয়েছিল।

> কিন্তু আলোর রাজপুত্র ও অন্ধকারের রাজপুত্রের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই, এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যেও কোনো ঐক্য হতে পারে না। যখন খ্রিস্টানরা তাদের সঙ্গে এক হতে সম্মতি দিল যারা কেবলমাত্র অর্ধেকেই পৌত্তলিকতা থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তখন তারা এমন এক পথে পা রাখল যা সত্য থেকে ক্রমেই দূরে ও আরও দূরে নিয়ে গেল। খ্রিস্টের এত বিপুল সংখ্যক অনুসারীকে প্রতারিত করতে সফল হওয়ায় শয়তান উল্লসিত হলো। এরপর সে তাদের ওপর তার ক্ষমতা আরও প্রবলভাবে প্রয়োগ করে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত যারা রইল, তাদের নির্যাতনে প্ররোচিত করল। সত্য খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়, তা একসময় যারা তার রক্ষক ছিল তাদের মতো ভালো আর কেউই বুঝত না; আর এই ধর্মত্যাগী খ্রিস্টানরা, তাদের আধা-পৌত্তলিক সঙ্গীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, খ্রিস্টের মতবাদের সবচেয়ে অপরিহার্য দিকগুলোর বিরুদ্ধে নিজেদের যুদ্ধ পরিচালিত করল।
>
> যারা বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছিল, তাদের জন্য যাজকীয় পোশাকের আড়ালে ছদ্মবেশে গির্জায় প্রবেশ করানো প্রতারণা ও অধর্মাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে প্রাণপণ সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল। বিশ্বাসের মানদণ্ড হিসেবে বাইবেলকে গ্রহণ করা হয়নি। ধর্মীয় স্বাধীনতার মতবাদকে বিধর্মিতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল, এবং এর সমর্থকদের ঘৃণা করা হতো ও নিষিদ্ধ করা হতো।
>
> "দীর্ঘ এবং কঠোর সংঘর্ষের পর, বিশ্বস্ত অল্পসংখ্যক লোক সিদ্ধান্ত নিল যে, যদি ধর্মত্যাগী গির্জা এখনও নিজেকে মিথ্যা ও মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত করতে অস্বীকার করে, তবে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তারা দেখল যে, ঈশ্বরের বাক্য মান্য করতে চাইলে বিচ্ছেদ একান্ত অপরিহার্য। তারা এমন ভুলকে সহ্য করতে সাহস করল না যা তাদের নিজেদের আত্মার জন্য মারাত্মক, এবং এমন একটি দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে সাহস করল না, যা তাদের সন্তান ও সন্তানের সন্তানদের বিশ্বাসকে বিপদের মুখে ফেলবে। শান্তি ও ঐক্য নিশ্চিত করতে তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোনো ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু তারা অনুভব করল যে, নীতির বলিদান দিয়ে অর্জিত শান্তি অতিমূল্যে কেনা হবে। যদি সত্য ও ধার্মিকতার সঙ্গে আপস করেই কেবল ঐক্য স্থাপিত হতে পারে, তবে সেখানে মতভেদ থাকুক, এমনকি যুদ্ধও হোক।" মহা বিতর্ক, ৪৫।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই চিন্তাগুলোর আলোচনা অব্যাহত রাখব।

> অনন্তকাল আমাদের সামনে প্রসারিত। পর্দা উঠতে চলেছে। আমরা যারা এই গম্ভীর, দায়িত্বপূর্ণ অবস্থানে আছি, আমরা কী করছি, কী ভাবছি, যে চারদিকে আত্মারা বিনষ্ট হচ্ছে অথচ আমরা আমাদের আরামের প্রতি স্বার্থপর আসক্তিকে আঁকড়ে ধরে আছি? আমাদের হৃদয় কি একেবারেই সংবেদনহীন হয়ে গেছে? অন্যদের পরিত্রাণের জন্য আমাদের যে কাজ করার আছে, তা কি আমরা অনুভব বা বুঝতে পারি না? ভ্রাতৃবৃন্দ,

তোমরা কি সেই শ্রেণির, যাদের চোখ আছে তবু দেখে না, কান আছে তবু শোনে না? ঈশ্বর কি বৃথাই তোমাদের তাঁর ইচ্ছার জ্ঞান দিয়েছেন? তিনি কি বৃথাই তোমাদের একের পর এক সতর্কবার্তা পাঠিয়েছেন? পৃথিবীর উপর যা আসতে চলেছে সে বিষয়ে শাশ্বত সত্যের ঘোষণাগুলি কি তোমরা বিশ্বাস কর? তোমরা কি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বরের বিচার মানুষের উপর ঝুলছে? আর তবুও কি তোমরা নিশ্চিন্তে, আলস্যে, উদাসীনতায়, ভোগবিলাসপ্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারো?

“এখন ঈশ্বরের লোকদের জন্য পৃথিবীর প্রতি তাদের স্নেহ স্থির করা বা এখানে তাদের ধন-সম্পদ সঞ্চয় করার সময় নয়। সেই সময় দূরে নয়, যখন প্রথম যুগের শিষ্যদের মতো আমরাও উজাড় ও নির্জন স্থানে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হব। যেমন রোমীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা যিরূশালেমে অবরোধ যিহূদিয়ার খ্রিস্টানদের পালিয়ে যাওয়ার সংকেত ছিল, তেমনি পোপীয় সব্বাথ বলবৎ করার ফরমান জারির মাধ্যমে যখন আমাদের জাতি ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, সেটি আমাদের জন্য সতর্কবার্তা হবে। তখন বড় বড় শহর ছেড়ে দেওয়ার সময় হবে—এবং তার প্রস্তুতি হিসেবে ছোট ছোট শহরও ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বতের নির্জন স্থানে নিভৃত বাসভূমিতে গৃহস্থ হয়ে বসবাস করতে হবে। আর এখন, এখানে ব্যয়বহুল আবাস খোঁজার বদলে, আমাদের উত্তম এক দেশে—অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশে—স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। নিজের ভোগসুখে আমাদের সম্পদ ব্যয় করার বদলে, আমাদের মিতব্যয়ী হতে শেখা উচিত। ঈশ্বর যে প্রত্যেকে প্রতিভা আমাদের ধার দিয়েছেন, তা বিশ্বের কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছে দিয়ে তাঁর মহিমার জন্য ব্যবহার করা উচিত। শহরগুলোতে ঈশ্বরের সহশ্রমিকদের করার মতো কাজ আছে। আমাদের মিশনগুলোকে টিকিয়ে রাখতে হবে; নতুন মিশনও খুলতে হবে। এই কাজ সফলভাবে এগিয়ে নিতে উল্লেখযোগ্য ব্যয়ের প্রয়োজন হবে। উপাসনালয় দরকার, যেখানে মানুষকে এই সময়ের সত্যসমূহ শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যাবে। এই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর তাঁর তত্ত্বাবধায়কদের কাছে মূলধন অর্পণ করেছেন। আপনাদের সম্পত্তি যেন জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে এমনভাবে আবদ্ধ না থাকে যে এই কাজ ব্যাহত হয়। ঈশ্বরের কার্যের কল্যাণে আপনি যাতে তা ব্যবহার করতে পারেন, সে জন্য আপনার সম্পদ এমন জায়গায় রাখুন যেখানে তা আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে। আপনার ধনভাণ্ডার আগেই স্বর্গে পাঠিয়ে দিন।” টেস্টিমোনিস, খণ্ড ৫, ৪৬৪।